বিচিত্র অসুখ

জটিল মনস্তত্ত্ব

AUTHOR

ডাঃ অলোক পাত্র

(Neuro Psychiatrist)

স্নায়ু ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ

M.B.B.S. (Cal.) D.P.M (NIMHANS, Bangalore)
D.N.B. (New Delhi), F.I.P.S., M.I.M.A., F.I.A.P.P.

- **Psychiatrist– in– Charge :**
  Pranabananda Seva Sadan, Psychiatric Nursing Home.
- **Ex-Resident :**
  National Institute of Mental Health & Neuro Sciences, Bangalore.
- **Central Institute of Psychiatry, Ranchi**
- **Ex-House Physician :**
  Calcutta National Medical College & Hospital.
  Calcutta Pavlov Hospital (Gobra)
- **Ex-Visiting Consultant.**
  Antara, Baruipur

ভূমিকা

আমাদের চারপাশে এমন কিছু মানুষ দেখি যাদের আচার আচরণ কেমন অদ্ভুত লাগে - ক খনও বা উদ্ভট লাগে। মনে হয় ভদ্রলোক বা ভদ্র- মহিলার কিছু একটা গন্ডগোল আছে। কিন্তু গন্ডগোলটা কি সেটা পরিস্কার বোঝা যায় না। অনেক সময় ডাক্তাররাও তাদের রোগীর রোগের কথা, ভাবনা বা আচরনেও বিস্মিত হন - বুঝে পান না এটা ঠিক কি ধরনের সমস্যা। আসলে কিছু কিছু মানসিক রোগ আছে যা সংখ্যায় কম হলেও অতি বিচিত্র - ততোধিক জটিল রোগের অন্তর্লীন মনস্তত্ত্ব। এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হোল এমনি কিছু মানসিক রোগ সম্পর্কে যা লক্ষন এ বিচিত্র মনস্তত্ত্ব জটিল।

১। উচ্চ পদাধিকারীর সাথে অলীক প্রেম - ডি ক্লেরামবল্টস্ সিনড্রোম (De Clerambault's Syndrome) ঃ -

মাঝে মাঝেই খবরে শোনা যায় যে কোনো ব্যক্তি দাবী করেছেন যে বিখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রী তার প্রেমে পাগল বা তার বিবাহিত স্বামী বা স্ত্রী। যদিও ঐ অভিনেতা , অভিনেত্রীর সাথে তার বাস্তবে কোনো যোগাযোগ নেই - তবু তারা দাবী করেন যে টেলিফোনে বাক্যালাপ , চিঠি বা অন্যান্য নানান আচরনের মধ্যে দিয়ে অভিনেতা - অভিনেত্রী বারবার তাকে প্রেম প্রকাশ করেছেন বা বিয়ের অঙ্গীকার করেছেন কিংবা গোপনে বিয়ে করেছেন।

এই সব রোগীর এক ডিলুইসান (Delusion) বা দৃঢ় ভ্রান্ত বিশ্বাসে অলীক ভাবনাকে সত্য বলে মনে করেন। সাধারণতঃ মহিলারা এই রোগে ভোগেন তবে পুরুষদের মধ্যেও এই রোগ দেখা যায়। কখনও কখনও রোগী দাবী করেন — যে কোনো রাজনৈতিক নেতা তার শ্লীলতাহানী করেছেন বা বলাৎকারে চেষ্টা করেছেন। কেউ আবার বলেন - যে কোন ধর্মযাজক তার গর্ভস্থ সন্তানের পিতা। অনেকে কোর্টের দ্বারস্থ হোন যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এনে বা বিবাহের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য। এই রোগের রোগীদের সাধারণতঃ যৌন উত্তেজনা বেশী এবং উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবে যৌন ইচ্ছা অপূর্ন থাকে।

একে বলে সেক্সচুয়াল ইরোটোম্যানিয়া (Sexual Erotominia) । কেবল এই অলীক ভাবনা ছাড়া যদি ব্যক্তি অন্যান্য দিক থেকে সুস্থ থাকেন তবে তাকে প্রাইমারী সেক্সচুয়াল ইরোটোম্যানিয়া (Primary Sexual Erotominia) বলে। আর যদি অন্য মানসিক রোগের লক্ষণ থাকে যেমন স্কিজোফ্রেনিয়া বা ম্যানিয়া - তবে তাকে বলা হয় সেকেণ্ডারী সেক্সচুয়াল ইরোটোম্যানিয়া (Secondary Sexual erotominia) ।

২। পুরুষের গর্ভযন্ত্রণা-কুভেড সিনড্রোম (Couvade Syndrome)ঃ

কিছু কিছু পুরুষ স্ত্রী গর্ভধারণ করলে তিনি স্ত্রীর গর্ভধারন ও প্রসবের সমস্ত

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট অনুভব করেন। গর্ভধারনের প্রথম দিকে শুরুতে সকালে বমি হওয়া, খাদ্যে অরুচী অথবা উল্টোপাল্টা খাওয়া দাওয়া, বিশেষত টক জাতীয় জিনিস খাওয়া ইত্যাদি হয়। প্রসবের সময় পেটের যন্ত্রনা, দাঁতের যন্ত্রনা হয়। স্ত্রী লেবার (labour) রুমে ঢুকলে নিজে গিয়ে পাইখানার ঘরে বসে থাকেন এবং স্ত্রীর প্রসব হয়ে গেলে যন্ত্রনা মুক্ত হয়ে যান। প্রত্যেকবার স্ত্রীর গর্ভধারনের সাথে সাথে একই রকম কষ্টে ভোগেন। এই ধরনের পুরুষেরা সাধারণতঃ মানসিক দিকে থেকে দুর্বল, শৈশবের স্নেহ আবেগ বঞ্চিত, স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত দরদী হন। কেউ কেউ মনে করেন যে স্ত্রীকে গর্ভবতী করে তিনি অপরাধ করেছেন। সন্তান যেহেতু দুজনের তাই কষ্টটাও দুজনের সমানভাগে নেওয়া উচিত - এরকম বিশ্বাস অবচেতন মনে লালন করার থেকেও এই রোগের উৎপত্তি হয়।

৩। মুরগীর তিন ঠ্যাং দেখা বা দিনকে রাত দেখা ঃ- গ্যানসার সিনড্রোম (Ganser's Syndrome) ঃ -

মানসিক চাপে থাকলে বা হঠাৎ কোনো মানসিক আঘাত পেলে -স্বজন বিয়োগ হলে - অনেকে এক ধরনের অদ্ভুত আচরন করেন। কিছুটা অর্দ্ধাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকেন। স্থান কাল পাত্র জ্ঞান থেকেও যেন নেই এরকম ভাব। বাড়ীর লোক যেন চিনতে পারেন না। দিন রাত বলতে পারেন না বা কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন না। মুরগীর কটা ঠ্যাং জিজ্ঞাসা করলে বলেন - তিনটে, কুকরের পাঁচটা। ভরদুপুরে আকাশে সূর্য দেখেও বলেন রাত্রি, কালো রঙকে বলেন লাল। ভালো ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে রোগী প্রশ্নটা বুঝতে পারছেন ঠিকই, উত্তরটা ও জানা - অথচ কাছাকাছি একটা ভুল উত্তর দিচ্ছেন। রামকে দেখে শ্যাম বলেন। শ্যামকে যদু ইত্যাদি। কোনো কোনো রোগী আবার পা দুটো অবশ বলেন, দাঁড়াতে বা চলতে পারেন না। বসে থাকলে পা খোঁচা রাখেন, শুইয়ে দিলে নেতিয়ে দেন। নিউরোলজিকাল এক্সামিনেসান Neurogical Examination করে কোনো ডেফিসিট (Deficit) পাওয়া যায় না। এটা এক ধরনের হিস্টিরিয়া। রোগী মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে অবচেতন ভাবে এই রোগের খোলসে ঢুকে পড়েন।

৪। দাম্পত্যে তৃতীয়ের ছায়া -অমুলক সন্দেহ - ওথেলো সিনড্রোম (Othelo Syndrome) ঃ-

সাধারণতঃ চল্লিশের কাছাকাছি বয়সে এই রোগ দেখা দেয়। পুরুষরা চিকিৎসকের কাছে বেশী এলেও স্ত্রী পুরুষ উভয়েই প্রায় সমানভাবে এই রোগে ভোগেন । রোগটা হঠাৎ করে আসে । রোগী কোনো একটা সাধারন ঘটনাকে সূত্র করে সন্দেহ করা শুরু করেন । যেমন ঘরের মধ্যে জিনিসপত্রের স্থান পরিবর্তনকে প্রমান হিসাবে দেখান যে কেউ ঘরে এসেছিলো। কাপড়ে বা বিছানায় কোনো দাগকে ধাতুর দাগ বলেন । কোনো চুল পেলে তা যৌন লোম বলে প্রমান করেন। বারবার জেরা করতে থাকেন । স্বামী বা স্ত্রীকে ক্ষোভ , দুঃখ , অভিমান প্রকাশ করেন - বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য। কখনও বা প্রেসার দেন স্বীকারোক্তির জন্য - যে 'একবার সত্যি কথাটা বলে দাও' । বিরক্ত হয়ে যদি একবার স্বীকার করে নেন তো লঙ্কা কান্ড শুরু হয়ে যায়। গালাগালি মারধর অহরহ হতে থাকে । এমন কি মার্ডার পর্যন্তও করেন এই রোগীরা ।

মদ খাওয়ার সঙ্গে এই রোগের ওতোপ্রোতে সম্পর্ক আছে। মদ্যপদের সবধরনের সন্দেহ প্রবনতা বাড়ে - তবে স্ত্রীকে সন্দেহটা সব থেকে বেশী বাড়ে।

পুরুষের যৌন অক্ষমতা থাকলে সন্দেহ বেশী হয় - যে স্ত্রী যৌন তৃপ্তির জন্য অন্যের সাথে মিলছে । মদ্যপদের যৌন অক্ষমতা বেশী - তাই সন্দেহ বেশী। কিছু রোগীদের যৌনইচ্ছা বেশী হয়। স্ত্রী সবসময় তাল মেলাতে না পারলে ভাবেন অন্য কারোর সঙ্গে মেলামেশার জন্যই এই অনিহা । স্ত্রী লোকদের যৌন অনীহাও অনেক সময় পুরুষদের সন্দিহান করে তোলে। আবার এই রোগের রোগীরা ইচ্ছে করেও বেশী মেলামেশা করতে চান যাতে তার স্বামীর বা স্ত্রীর অন্য কারুর প্রতি যৌন ইচ্ছা না জাগে।

স্বাভাবিক দাম্পত্যে একটু আধটু সন্দেহ স্বাভাবিক । যাদের মধ্যে ভালোবাসা গভীর বা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের ভাবনা থাকে - তারা সবসময়ই সচেতন থাকেন

যাতে তৃতীয় কেউ না মাঝে এসে পড়ে। এর জন্যে সর্বদা নজর রাখা, অন্য কারুর সাথে বেশী ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ না দেওয়া ইত্যাদি স্বাভাবিক দাম্পত্যের লক্ষন। কেউ কেউ মনে করেন যে দাম্পত্যে একটু আধটু সন্দেহ না থাকা মানে ভালোবাসাও না থাকা। একে বলে নর্মাল জেলাসী (Normal Jealousy)। তবে তা সম্পূর্ন ভাবে মরবিড জেলাসী (Morbid Jealousy) থেকে আলাদা।

৫। ছদ্মবেশী মানুষ , ডুপ্লিকেট মানুষ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা ক্যাপগ্রাস সিনড্রোম (Capgrass Syndrome) ঃ-

রুগীর ভ্রান্ত বিশ্বাস হয় যে তার পরিচিত মানুষটা (বাবা বা স্বামী) আসল মানুষ নয়, তার ছদ্মবেশ ধরে অন্য কোনো প্রতারক। সেই বিশ্বাসে নিজের লোককে দূরে সরিয়ে দেন, নানানভাবে নির্যাতন করতে থাকেন। বিভিন্ন প্রকারের ক্যাপগ্রাস ফেনোমেনা গুলি নিম্নরূপ ঃ-

i) ডিলুশান অফ ইন্টারমেটেমরফসিস (Delussion of Inter metemorphosis) :-

এই রোগে রুগীর মনে হয় যে চারপাশের লোকজনেরা চেহারা বদলা বদলি করছে - মানে রাম শ্যাম সাজছে, শ্যাম রামের রূপ ধরছে ইত্যাদি।

ii) সিনড্রোম অফ সাবজেক্টিভ ডবল (Syndrome of Subjective Double) :–

- এই রোগে রোগীর মনে হয় তার রূপচেহারায় অন্য কেউ ঢুকে পড়েছে।

a) ক্যাপগ্রাস টাইপ (Capgras Type) -

পারিপার্শিক কেউ যেমন বিনয় তার রূপ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

b) **অটোস্কপিক টাইপ - (Autoscopic Type) -**

ব্যক্তি নিজে অন্য কোনো ব্যাক্তি বা বস্তুর মধ্যে আছে।

c) **রিভার্স টাইপ (Reverse Type) -**

সে নিজে আসল লোক নয় - অন্য কারুর দৃশ্যরূপ।

iii) **রিডুপ্লিকেটিভ প্যারমনোসিয়া (Reduplicative Paramnesia):**

এই রোগে রোগী মনে করেন যে তিনি একই সঙ্গে দুটো জায়গাতে আছেন। যেমন চেম্বারেও আছেন আবার বাড়ীতে ও আছেন।

ক্যাপগ্রাস সিনড্রোম ৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে অরগানিক ব্রেন ডিসঅর্ডার (Organic Brain Disorder) এর সাথে হয়। মানসিক রোগ হিসাবেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যান্য সাইকোসিস যেমন স্কিজোফ্রেনিয়া , ম্যানিয়া বা ডিপ্রেসানের সাথে হয়। তবে পিওর ক্যাপগ্রাস সিনড্রোম ও বিরল নয়। এই সমস্ত রোগীর মধ্যে এক ধরনের অ্যামবিগোয়াস এটিটিউড টুওয়ার্ডস সেল্ফ্ (Ambigous Attitude towords self) দেখা যায়। একই সঙ্গে নিজের প্রতি ভালোবাসা ও ঘৃনা দুটোই থাকে। এবং এই লাভ ও হেট (love and hate) এর টানা পোড়েন থেকে মুক্তি পেতে বাইরের কারোর উপর নিজের hate টাকে প্রোজেক্ট করেন । সাইকোডাইনামিক ভাষায় একে বলে প্রোজেক শান (Projection)। প্রোজেক্ট করে রোগী সেই ব্যক্তির উপর ঘৃনা প্রকাশ করে মানসিক শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করে।

৬। ইচ্ছাধারী বহুরূপী মানুষের ভ্রান্ত ধারনা

ফ্রি গোলী সিনড্রোম (Fregoli Syndrome) ঃ-

এই রোগে রুগী মনে করেন যে বিশেষ কেউ (আপনজন বা শত্রু) নানান মানুষের রূপ ধরে সমাজে থাকছেন। ফলে অচেনা মানুষকে তার সেই আপনজন বা শত্রু বলে দাবী করেন এবং সেই মতো আচরণ করেন।

বিখ্যাত ইউরোপীয়ান অভিনেতা ফ্রিগোলীর নামে নামক । এই রোগের ফ্রিগোলী এমন বিচিত্র মেকাপে বিচিত্রে চরিত্রে রূপদান করতেন যে তিনি যে একই ব্যক্তি বোঝা কঠিন হোতো। এই রোগের রোগীরাও ভাবেন তার শত্রু বিভিন্ন মানুষের রূপ ধরে বিভিন্ন সময় আসছেন - যেমন কখনও ডাক্তার, কখনও নার্স, কখনও আয়া, কখনো প্রতিবেশী, কখনও বা পিয়ন - ছদ্মবেশটা এতো নিখুঁত যে অন্যেরা সেটা ধরতে পারছেন না।

৭। সুস্থ শরীরে গলিত অঙ্গ -কোটার্ড সিনড্রোম (Cotard Syndrome) :-

রুগী মনে করেন যে তার কোনো বিশেষ অঙ্গ (যেমন খাদ্যনালী বা কিডনী) নষ্ট হয়ে গেছে অথবা সে নিজে একটি মৃত ব্যক্তি। প্রাণহীন শরীর টা শুধু নড়াচড়া করছে।

ম্যানিক কোর্টাড সিনড্রোম (Manic Cotard Syndrome) :- এই রোগে রোগী মনে করে যে তার শরীর ফুলে ফেঁপে বড়ো হয়ে যাচ্ছে। তার মাথা আকাশের তারায় লাগছে। এবং তার শরীর পুরো বিশ্বটাকে ছেয়ে ফেলছে -স ডিলুশান অফ এনরমিটি (Delusion of Enormity) - এই অদ্ভুত অযৌতিক বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হন।

৮। পাগলামীর অংশীদারী-শেয়ার্ড সাইকোসিস্ (Shared Psychosis) :-

মানসিক রোগ ছোঁয়াচে নয়, তবে একজনের মানসিক অসুখে প্রভাবিত হয়ে অন্য কেই ও মানসিক রোগীতে পরিণত হতে পারেন। একে বলে শেয়ার্ড সাইকোসিস্ । এখানে দুটি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির একজন মানসিক রোগে ভোগেন আর দ্বিতীয় জন তার ঘনিষ্ঠ হওয়ায় ধীরে ধীরে প্রথম জনের ভ্রান্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী হন। যেমন প্রথম জন যদি ভাবেন যে মঙ্গলগ্রহ থেকে তাকে কেউ কন্ট্রোল করছে তো দ্বিতীয়জন তাই বিশ্বাস করেন। সাধারণতঃ মা-মেয়ে, দুই ভাই বা দুই বোন এই রোগের স্বীকার হন। দ্বিতীয় জন প্যাসিফ ডিপেন্ডেন্ট

(Passive ও dependent) হয় প্রথমজনের উপর। দ্বিতীয় জনকে প্রথম জনের থেকে কিছু দিন দূরে রাখলেই রোগ সেরে যায়- অন্য কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

৯। অঙ্গ বাঁকা ট্যারা লাগা — বডি ডিসমরফিক ডিসঅর্ডারঃ (Body Dysmorphic Disorder) ঃ

মনে এক অবাস্তব ভাবনা ঘুরপাক খাওয়া যে শরীরের কোনো অঙ্গের কিছু বিকৃতি ঘটেছে - যেমন ঠোঁটটা মোটা,নাক বাঁকা , মুখে কালো দাগ হয়েছে , আঁচিল হয়েছে , মুখ ফুলে গেছে , দেখতে কৃশ্রী হয়ে গেছে , চামড়া কুঁচকে গেছে। কখনো বা কোন পুরানো দাগ নিয়েও হঠাৎ করে বেশী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়া ইত্যাদি হয় । চুল পড়ে যাচ্ছে, টাক পড়ে যাচ্ছে , ছেলেদের লিঙ্গ ছোটো হয়ে যাচ্ছে,সরু হয়ে যাচ্ছে - এই সব চিন্তা হওয়া । সারাদিন এই সব চিন্তাতেই বিষন্ন থাকা, বারবার আয়নার সামনে গিয়ে দেখা, লোককে জিজ্ঞাসা করা, বিভিন্ন চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করানো এবং রাতারাতি সারিয়ে দেওয়ার জন্য সবাইকে চাপ দেওয়া- ইত্যাদি এই রোগের লক্ষন। সঙ্গে ঘুম, ক্ষিদে কমে যায়, ড্রিপেসান , অ্যাংজাইটি ইত্যাদি হয়।

১০। শরীরে মাথায় অদৃশ্য পোকা - একবমস্ সিনড্রোম - (Ekbom's Syndrome , Delusional Perasitosis):-

কিছু ব্যক্তির ধারনা হয় যে তার মাথার মধ্যে পোকা হয়েছে । কান দিয়ে কেন্নো বা কোন পোকা মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়ে বাসা বেঁধেছে , ব্রেন কুরে কুরে খাচ্ছে। হাজার হাজার বাচ্চা দিয়েছে — তারা মাথার ভেতর চরে বেড়াচ্ছে। ফলে অসম্ভব মাথার কষ্ট হচ্ছে। এটি একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। যাকে বলা হয় ডিলুসান অফ জুপ্যাথি (Delusion of Zoopathy)।

সারা শরীরে পোকা চরে বেড়াচ্ছে - বা শরীর থেকে ছোটো ছোটো পোকা বেরোচ্ছে এরকম মনে হয় । অনেকের মনে হয় চোখ দিয়ে , মুখ দিয়ে , পায়ু এমনকি প্রস্রাবের দ্বার , যোনী দিয়েও পোকা বেরোছে । সারা শরীরের চামড়ার ভেতরে পোকা গিজ গিজ করছে বলেও কেউ কেউ বলেন । সাধারনতঃ কোনো একবার স্কেবিজ বা রিংওয়াম শরীরের হওয়ার পরে অনেকের এরকম মনে হওয়া শুরু হয়।

কেউ কেউ মনে করেন যে তার পেটে বহু বৎসর ধরে একটি বড় কৃমি রয়েছে। কেউ কেউ ভাবেন তার পায়ুর দ্বার দিয়ে পোকা ঢুকে মেরুদন্ডে ছড়িয়ে পড়েছে।

সাধারণতঃ চল্লিশোর্ধ মহিলারা এই রোগে আক্রান্ত হন । তবে পুরুষদেরও এই রোগ দেখা যায় এবং সব বয়েসই দেখা যায়।

এই রোগ সতন্ত্রভাবে হতে পারে - আবার কখনও অন্যান্য মানসিক অসুখ যেমন স্বিজোফ্রে নিয়া বা ডিপ্রেসানের একটি লক্ষণ হিসাবে এই রোগ দেখা দিতে পারে।

ডিলিউসান অফ এমিটিং এ ফাউল অডার ঃ (Delusion of Emitting a Foul Odour) :-

কারুর কারুর ভ্রান্তধারনা হয় যে তার মুখ বা পায়ুছিদ্র দিয়ে সর্বদা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ফলে তারা সব সময় একা থাকতে চান - লোকজন এড়িয়ে চলেন।

১১। হঠাৎ করে বদলে যাওয়া চারিপাশ বা নিজে - ডিপারসোনালাইজেশন - ডিরিয়ালাইজেশন ডিসঅর্ডার (Depersonalisation-Derealisation Disorder) ঃ-

এই রোগে রুগীর মনে হতে থাকে যেন তিনি হঠাৎ বদলে গেছেন, তার কোনো

অনুভূতি নেই। তিনি একটা প্লাস্টিক বা যন্ত্রের মতো বা তিনি যেন সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।এই অবস্থাকে বলা হয় ডিপারসোনালাইজেশন। অথবা মনে হয় চারপাশের সবকিছু বদলে গেছে। এই অবস্থাকে বলা হয় ডিরিয়ালাইজেশন। ডিপারসোনালাইজেশন ডিরিয়ালাইজেশন আলাদা ভাবেও রোগ হতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিপ্রেশন ও অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের একটি লক্ষণ হিসাবে দেখা দেয়।

১২। রোগ ফেঁদে ক্লিনিক, হসপিটাল ঘোরার নেশা (মানচাউসেন সিনড্রোম) (Munchausen's Syndrome) ঃ-

কিছু ব্যক্তি হঠাৎ হঠাৎ এমার্জেন্সী প্রবলেম নিয়ে ডাক্তারের ক্লিনিকে বা হসপিটালে আসেন । প্রচন্ড পেটব্যাথা বা প্রসাবের সাথে রক্ত যাওয়া , বড় অ্যাকসিডেন্টে শরীরে চোট পাওয়া ইত্যাদি হয়েছে বলে কাতরাতে থাকেন । ভালোভাবে পরীক্ষা করতে দেন না - অসহ্য কষ্টের অজুহাতে অনেক সময় এমার্জেন্সী অপারেশনে বাধ্য করেন । অথচ পরে ভালোভাবে পরীক্ষা করে কোন রোগ পাওয়া যায় না। শরীরে বহুবার অপারেশনের স্কার (scar)মার্ক পাওয়া যায়। আগের রোগের সঠিক বিবরণ দিতে পারেন না । বাড়ীর লোকজন কে সঙ্গে আনেন না। নিজেকে অসহায় প্রতিপন্ন করে ডাক্তারের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করেন । এক ডাক্তার থেকে অন্য ডাক্তারের কাছে যান - নতুন নতুন রোগের ভান করেন - আগের কোনো রেকর্ড রাখেন না - এমন কি সঠিক ঠিকানাটাও দেন না।

সাধারণতঃ এই সব রোগীরা এক ধরনের মানসিক হতাশায় ভোগেন । ডাক্তারকে বোকা বানিয়ে আনন্দ পান বা ডাক্তারের সঙ্গ পেয়ে খুশি হন । অথবা বড় চিকিৎসা বা অপারেশন করিয়ে নিজেকে মানসিক চাপ মুক্ত করেন।

কেউ কেউ নিজে জীবনের উচ্চাকাঙ্খা পূর্ন না হওয়ায় উচুঁ তালার লোকের সংস্পর্শে আসার পন্থা হিসাবে এমন করেন।

কেউ কেউ নিজে ডাক্তার বা নার্সের পরিচয় দিয়ে - সাদা এ্যাপ্রোন পরে অপরিচিত রোগীর কাছে সেবা করে নিজের ডাক্তার বা নার্স হওয়ার ইচ্ছে পূরন করেন

১৩। মানচাউসেন সিনড্রোম বাই প্রক্সি ঃ (Munchausen's Syndrome by Proxy) ঃ -

কোন কোন রোগী নিজে না রোগী সেজে নিজের ছেলে মেয়েদের রোগী সাজিয়ে বারবার ডাক্তারের কাছে যান। কখনও নিজেই ছেলের শরীর কেটে বা পুড়িয়ে ডাক্তারের কাছে যান। অথবা অন্য কোনো প্রাণীর রক্ত দেখিয়ে ছেলের প্রসাবের রক্ত বা কাশি বমির রক্ত বলে দেখান এবং চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করেন। বারবার বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে যান নতুন নতুন রোগ নিয়ে।

১৪। উদ্দেশ্য প্রণোদীত রোগের ছল - ম্যালিংগারিং (Malingering) ঃ-

বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে শরীরিক বা মানসিক রোগের ছল করাকে ম্যালিং গারিং বলে। যেমন যুদ্ধের সময় - সৈনিকদের যুদ্ধে যাওয়া এড়াতে, কোনো বিশেষ দায়িত্ব এড়াবার জন্য , আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবীর জন্য , অপরাধের শাস্তি এড়াবার জন্য বা নেশা করার ওষুধ পাওয়ার জন্য - অনেকে বিভিন্ন শারীরিক বা মানসিক রোগর ছল করেন । চোখে দেখতে পাচ্ছি না, কানে শুনতে পারছি না , পা অবশ , হাত অবশ , দাঁড়াতে বা চলতে পারছি না, প্রচন্ড পেট ব্যথা, স্মৃতি শক্তি লোপ পাওয়া ইত্যাদি রোগের ছল করেন।

এই সব রোগীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোর্টের নির্দেশে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য আসেন । রোগীর নিজস্ব বিবরনের সাথে ডাক্তারের পরীক্ষার রিপোর্টে মিল পাওয়া যায় না। রোগীরা পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকের সাথে সহযোগীতা করেন না। সাধরণত ঃ রোগীরা এন্টিসোসাল পারসোন্যালিটি ডিসঅর্ডার (Antisocial Personality Disorder) এ ভোগেন । ফ্যাক্টিসিয়াস ডিসঅর্ডার (Factitious Disorder) এর সঙ্গে তফাৎ এই যে এক্ষেত্রে রোগীর একটা পার্থিব লাভ (External Incentive) থাকে যা ফ্যাক্টিসিয়াস ডিসঅর্ডার এ তে থাকে না । হিস্টিরিয়া (Hysteriya) র সাথে এর তফাৎ এই যে এক্ষেত্রে

রোগী সচেতন ভাবে রোগের ছল করেন। হিস্টিরিয়া রোগীর ইচ্ছাকৃত আচরণ নয় - অনিচ্ছাকৃত অবচেতন প্রয়াস।

১৫। সিউডো ম্যালিগ্যারিং (Pseudo Malingering) ঃ-

মনোচিকিৎসকের কাছে সরাসরি কোনো ম্যালিংগ্যারার আসেন না - কারন তারা জানেন যে তাদের মনের কথা মনোচিকিৎসকের কাছে সহজেই ধরা পড়ে যাবে। তবে কিছু কিছু ব্যক্তি আসেন মিথ্যে মানসিক রোগের লক্ষন নিয়ে মনো চিকিৎসকের কাছে। পরবর্তী কালে দেখা যায় - যে তারা সত্যিই মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। মনঃস্তত্ব অনুযায়ী - এটি রোগীর মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার অন্তিম প্রয়াস। একে তাই বলা হয় সিউডো ম্যালিং গারিং।

১৬। ভৌতিক কান্ড কারখানা - (Poltergeist Phenomena) ঃ -

ঘটনা (১) - এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে নিয়ে আসেন - কয়েকদিন ধরে ঘুম ক্ষিদে হচ্ছে না- মনমরা আছেন বলে। মানসিক বা পারিবারিক কোনো অশান্তি আছে কিনা জানতে চাইলে বলেন কয়েকদিন ধরে বাড়ীতে একটা ভৌতিক উপদ্রব দেখা দিচ্ছে। বাড়ীতে মাঝে মাঝে এখানে ওখানে আগুন ধরে যাচ্ছে। বিছানায়, কাপড়ে - যখন কেউ নেই সেখানে আগুন জ্বালানোর - দেশলাই বা লাইটার কিছু না থাকা স্বত্ত্বেও। এর জন্য অনেক গুনীন মৌলবী আনা হয়। এক গুনীন পরামর্শ দেন কিছু দিনের জন্য বাড়ীর মহিলাদের বাড়ীর বাইরে পাঠিয়ে দিতে। তিন বউ সাতদিন বাইরে ছিলো- আগুন লাগে নি। ফিরে আসার পর আবার আগুন লাগছে। তার মধ্যে ওই ভদ্রমহিলা বাড়ীতে থাকলে লাগছে - তাই কেউ কেউ ওই মহিলাই আগুন জালাচ্ছে বলে সন্দেহ করায় তার মানসিক চাপ পড়েছে। ভদ্রমহিলা জানান তিনি মনে করেন না যে তিনি আগুন লাগান। এই ঘটনার আগে পারিবারিক কোনো অশান্তির কথা জিজ্ঞাসা করতে তারা জানান যে তাদের তিন ভাইয়ের বিবাদ হয় এবং ফ্যামেলি সেপারেসান (Family separation) এর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ওই মহিলা সেপারেসান চান না। পরে অবশ্য এই ভৌতিক উপদ্রবের পর তারা

আবার যৌথভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। ভদ্রমহিলাকে ব্যাখ্যা করা হয় যে তিনিই অবচেতন ভাবে আগুনটা লাগাতেন - সংসার জোড়া লাগানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। তাকে ডিপ্রেসন এর জন্য চিকিৎসা করা হয় এবং বলা হয় আর কোন গুনীন মৌলবী না ডাকতে। যৌথভাবে থাকার সিদ্ধান্ত পাকা হলে আর আগুন লাগবে না বলে নিশ্চিত করা হয়। পরের বার তারা জানান আর ওই ধরনের ঘটনা ঘটছে না।

ঘটনা (২) - এক ভদ্রমহিলা তার ১০ বৎসরের ছেলেকে নিয়ে আসেন যে তার বাড়ীতে কিছু ভৌতিক কান্ড ঘটেছে। ঘরের টিউব, বাল্ব হঠাৎ হঠাৎ ফেটে যাচ্ছে, জিনিস ভেঙ্গে পড়ছে। ছেলেটির জ্যামিতি বক্সের জিনিস, পেন পেনসিল ভ্যানিস হয়ে পাশের বাগানের লেবু গাছের গড়ায় পড়ে থাকছে। অনেক গুনীন, ওঝা, বাস্তশুদ্ধি করেও সুরাহা মিলছে না। পাড়ায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। শেষে এক মৌলবী ছেলেটিকে মনোচিকিৎসকের কাছে দেখানোর পরামর্শ দেন। বাড়ীতে এত লোক থাকায় ছেলেটিকে বা তারা জড়িত ভাবছে কেন জিজ্ঞাসা করলে জানায় যে ওই সব ঘটনা ছেলেটি উপস্থিত থাকলে ঘটে। সে ঘুমিয়ে থাকলে বা বাইরে গেলে ঘটে না। ছেলেটি নিজেই এসব করছে একথা তারা কেন মানছেন না বললে জানান যে তারা সবসময় ছেলের উপর নজর রাখেন এবং অত উঁচুতে ছেলেটির পক্ষে পৌছানো সম্ভব নয়। ছেলেটি কোনো মানসিক চাপের মধ্যে আছে কিনা জানতে চাইলে বলে সে ইদানীং সে বড় চুপচাপ, পড়াশুনায় মনোযোগ কম। তার বাবার বড় অসুখ হওয়ায় পরিবারে এখন আর্থিক অনটন দেখা দিয়েছে। ছেলেটির টিউশান বন্ধ করে দিতে হয়েছে। ভদ্রমহিলাকে ব্যাখ্যা করা হয় যে মানসিক চাপে ছেলেটিই অচেতন ভাবে এই কাজ করছে। প্রশ্ন করা হয় যে তিনি ছেলেকে ছেলে হিসেবে চান —— না ভুত - অপদেবতা হিসেবে চান? ছেলে হিসেবে চাইলে বাড়ির ঐ সব ঘটনাকে সচেতন ভাবে আমল না দিয়ে, পাড়া প্রতিবেশীকে এসব বন্ধ হয়ে গেছে জানিয়ে ; গুনীন মৌলবী আসা বন্ধ করে - আবার ছেলেকে স্কুল, টিউশান নিয়মিত ভাবে পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। পরের বার ভদ্রমহিলা জানান সব উপদ্রব বন্ধ হয়েছে - তবে ছেলেটির পড়াশুনায় অবনতি হচ্ছে। তাকে ডিপ্রেশানের চিকিৎসা করলে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যায়।

এই ধরনের ঘটনা আমাদের আশেপাশে প্রায়সই ঘটে । সাধারনতঃ কোন ব্যক্তি মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে অবচেতন ভাবে অস্বাভাবিক কাজকর্ম করেন - চাপমুক্ত হওয়ার জন্য । একটু যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে কার্যকারন সবই স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু অলৌকিক বাতাবরনে ভৌতিক বিশ্বাসে বিচারবোধ আছন্ন করলে সবকিছু ব্যাখ্যার অতীত মনে হয়।

উপসংহার

উপরোক্ত মানসিক রোগ গুলির চিকিৎসা কঠিন হলেও দুঃসাধ্য নয়। তবে এক প্রবন্ধে সরল সমাধানের হদিশ দেওয়াটা কঠিন কাজ । তবে এই সব রোগ চিকিৎসার প্রাথমিক ধাপে যেটা জরুরী তা হোল রোগী বাড়ীর লোক, প্রতিবেশী, নার্স , চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সচেতনতা -যাতে তারা সহজে রোগটা চিনতে পারেন; এবং মনোচিকিৎসকের কাছে refer করতে পারেন । সাইকোলজিস্ট ও সাইকিয়াট্রিক স্যোশাল ওয়ার্কারের সাথে মনোচিকিৎসক একযোগে ফার্মাকোথেরাপীর সঙ্গে সাইকো থেরাপী, কগনিটিভ বিহেবিহার থেরাপী করে সব সমস্যার সমাধান করেন ।